ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি গাইড্ লাইনস্

(দ্বিতীয় গাইড্ লাইন)

নালিশ

সম্পর্কে আইন, পুলিশের কর্তব্য ও আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

বিচারপতি অলোকবরণ পাল

রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান

আগরতলা • ত্রিপুরা

নালিশ

ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি নির্দেশনামা বা গাইড্ লাইনস্ ত্রিপুরা পুলিশবোর্ড তৈরী করেছেন। দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো থানায় নালিশ দায়ের ও গ্রহণ সম্পর্কে। এই গাইড্ লাইনে বলা হয়েছে

ফৌজদারী বিচার শু(হয় পুলিশের দ্বারা অপরাধের তদন্তের মাধ্যমে। অপরাধ সম্পর্কে কোনো স্বাভাবিক নালিশ গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন না করার অর্থ ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দরজাটাই বন্ধ করে দেওয়া এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার আইনি অধিকারকে অস্বীকার করা। নালিশ গ্রহণ না করার রীতি গড়ে উঠেছে পুলিশের এই মানসিকতা থেকে যে থানা এলাকায় নথীভুক্ত(নালিশের তালিকা দীর্ঘ হলে সেই থানার পুলিশ সম্পর্কে উপর মহলে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হবে, দ(তা ও কর্ম(মতা নিয়ে প্র(উঠবে এবং চাকুরীর রেকর্ডে অবমূল্যায়ন ঘটবে। কোনো থানার এলাকায় কতো অপরাধ ঘটেছে এই সংখ্যাতত্ব যদি পুলিশের কাজের মূল্যায়নের মাপকাঠি হয় সে(ত্রে অপরাধের সংখ্যাকে নালিশ গ্রহণ না করে কমিয়ে দেখানোর ঝোঁক থাকবেই। ফলে ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে, পুলিশ এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বি(াস থাকবে না।

সুতরাং পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে পুলিশের কাজের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। অপরাধের সংখ্যা কোনো থানা এলাকায় বেড়ে গেলেই সেই থানার পুলিশ অকর্মণ্য বা অদক্ষ এমন মূল্যায়ন যেন করা না হয়, কারণ অপরাধের প্রধান কারণগুলো হল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিতে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা।

গুরুতর বা কগ্ অপরাধ : ত্রিপুরা পুলিশ আইনের 28(f)

ধারা অনুযায়ী সব নালিশই পুলিশ গ্রহণ করবে কিন্তু সবগুলো FIR নাও হতে পারে। CrPC 154 ধারা মূলে FIR রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। এই ধারাটির নির্দেশ হল শুধুমাত্র গু(তর (কগ্) অপরাধ গুলোর ে(ত্রে FIR গ্রহণ ও নথীভুক্ত(করে তদন্ত করতে হবে। এইসব অপরাধের ে(ত্রে তদন্ত বা গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে আদালতের অনুমতি বা ওয়ারেন্ট নিতে হয় না।

সাধারণ বা নন্কগ্ অপরাধ :

সাধারণ অপরাধ (ননকগ্) সম্পর্কে CrPC 155 ধারায় বলা হয়েছে এধরনের অপরাধের খবর বা নালিশ অবশ্যই গ্রহণ করে থানার ডায়েরীতে লিখতে হবে এবং লিখিত খবরটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া তদন্ত করা যাবে না। অনুমতি পেলে তদন্ত করা যাবে, কিন্তু ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবে না। গু(তর (কগ্) অপরাধের তদন্তের মতোই গ্রেপ্তার ছাড়া বাকী সমস্ত (মতা এ(ত্রেও পুলিশের থাকবে। এই ধারায় ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার না করার কথা বলা হলেও প্রয়োজনে এধরনের নন কগ্ অপরাধের ে(ত্রেও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা যায়। CrPC 154 ও 155 ধারা মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে গু(তর বা সাধারণ, সব অপরাধ সম্পর্কীয় খবর পুলিশকে গ্রহণ করতেই হবে। গ্রহণ না করাটা বেআইনি। তাছাড়া কগ্, নন কগ্ বা কোনো অপরাধই হয়নি, কিন্তু হতে পারে বা শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে বা কারো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন অভিযোগ বা খবর পেলেও পুলিশকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এমনই সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে ত্রিপুরা পুলিশ আইনের 28 (f) ধারায়। এই ধারায় আরো নির্দেশ হল গু(তর অপরাধ, সাধারণ অপরাধ বা নিরাপত্তা সম্পর্কীয় সব নালিশ গ্রহণ করে প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ দিতে হবে। নন কগ্ অপরাধের ে(ত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা না গেলেও নালিশের সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে কোনো বাধা

নেই, কারণ সাধারণ অপরাধ গু(তর অপরাধে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা অজস্র।

FIR লিখিত দিতে হবে এমন কোনো নির্দেশ 154 CrPc ধারায় নেই। বরং বলা আছে মৌখিক নালিশ জানালে পুলিশকে বা পুলিশের নির্দেশে অন্য কাউকে লিখতে হবে। লেখার পর আবেদনকারীকে পড়ে শোনাতে হবে এবং তার স্বা(র নিতে হবে। লিখিত নালিশ জমা দিলে তাতেও স্বা(র থাকা চাই। FIR এর এক কপি সঙ্গে সঙ্গে এবং বিনামূল্যে আবেদনকারীকে দিতে হবে। যদি নালিশ গ্রহণে থানার পুলিশ রাজী না হয় সেই নালিশ পুলিশ সুপারকে পাঠানো যাবে। পুলিশ সুপার নিজে বা অধঃস্তন কোনো পুলিশ অফিসার তার নির্দেশে তদন্ত করবেন। অবশ্য যদি নালিশটি গু(তর অপরাধ (কগ্ অপরাধ) সংত্র(ান্ত হয় তবেই তদন্ত করা যাবে। ল(ণীয়, 154 ধারায় 'within the limits of his jurisdiction' শব্দ গুলো নেই। কিন্তু এই শব্দগুলো আছে 155 ধারায়, সাধারণ (নন্ কগ্) অপরাধের ে(ত্রে। অর্থাৎ গু(তর অপরাধ থানার এলাকায় না ঘটলেও পুলিশকে FIR নিতে হবে। নিয়ে সং(-ষ্ট থানায় পাঠাতে হবে। কিন্তু 155 ধারায় সাধারণ অপরাধ শুধু থানার এলাকায় ঘটলেই পুলিশ গ্রহণ করবে। থানার এলাকার বাইরে ঘটলে অভিযোগকারীকে সং(-ষ্ট থানায় যেতে হবে। এই ধারায় নন্ কগ্ অপরাধের ে(ত্রে নালিশের কপি অভিযোগকারীকে দিতে হবে না। তবে অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ পুলিশ আইনের 28(f) ধারা অনুযায়ী দিতে হবে। অপরাধ সংত্র(ান্ত নালিশ বা খবর পেলে নিম্নোক্ত(আইনি পদ(পগুলো পুলিশকে নিতে হবে

(১) থানার এলাকায় অপরাধ সংত্র(ান্ত যাবতীয় খবর বা নালিশ গ্রহণ করতে হবে। গু(তর (কগ্) অপরাধের ে(ত্রে থানার এলাকার বাইরে ঘটলেও

নালিশটি গ্রহণ করা নিয়ম। রেজিস্ট্রেশন করে FIR সং(-ষ্ট থানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। আসামীকে গ্রেপ্তার করলে তাকেও সেই থানায় পাঠাতে হবে। 24 ঘন্টার মধ্যে পাঠাতে না পারলে আরো বেশি সময় আটক রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি প্রয়োজন।

(২) গু(তর (কগ্) অপরাধ হলে মৌখিক অভিযোগ জানালে FIR লিখে নিতে হবে। লিখিত FIR দিতে অভিযোগকারী বাধ্য নন্। দিলে গ্রহণ করা নিয়ম। FIR এ অভিযোগকারীর স্বা(র নিতে হয়। তাকে প্র্ন করে যতটুকু খবর সে জানে পুরোটা লিখতে হয়। FIR এর কপি তাকে অবশ্যই দিতে হবে।

(৩) FIR যে কেউ দিতে পারে। গু(তর (কগ্) অপরাধের খবর হলেই FIR নিতে হয়। টেলিফোন বা অন্যমাধ্যমেও খবর পেলে FIR নিতে হয়। তবে তার আগে টেলিফোনের বা অন্য খবরের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া ভালো। সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে তদন্ত করা বাধ্যতামূলক নয়। খবরের সত্যতা আছে মনে হলে FIR হিসেবে খবরটাকে নথীভুক্ত(করে তদন্ত শু(করা উচিত।

(৪) গু(তর (কগ্) অপরাধ হলেই FIR নিয়ে তদন্ত শু(করা নিয়ম। স্বা(র যুক্ত(FIR নিলে তদন্তের আগে খবরের সত্যতা জানার জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধান (Preliminary Inquiry) করা বেআইনি। কারণ তদন্তের মাধ্যমেই খবরের সত্য মিথ্যা যাচাই হবে। একই কারণে তদন্ত চলাকালীন অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সমান্তরাল অনুসন্ধান চলে

না। প্রশাসনিক অনুসন্ধান (Departmental Inquiry) বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেও এই ধরনের প্রাথমিক অনুসন্ধান আইন সংগত নয়।

[ফৌজদারী কার্যবিধির (CRPC) সংজ্ঞা অনুযায়ী অপরাধের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজকে তদন্ত (Investigation) বলে। একাজ করতে পারেন পুলিশ বা পুলিশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি। অন্য যে কোনো বিষয়ে সত্য উদঘাটনের কাজকে অনুসন্ধান (Inquiry) বলা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট্ বা অন্য আদালত এই কাজ করতে পারেন। কিন্তু কোনো বিচার (trial) প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের (Inquiry) সংজ্ঞায় আসেনা। (পুলিশ কমিশন আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত নজরদারী সংস্থা)। প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য Investigation and inquiry এই শব্দ দুটির অর্থের ব্যবধান সব সময় কঠোর ভাবে মানা হয় না। প্রসঙ্গ থেকে সঠিক অর্থ বুঝে নিতে হয়।]

(৫) সাধারণ অপরাধ (নন্ কগ্) সংত্র(ান্ত নালিশ বা খবর থানার এলাকার মধ্যে হলে অবশ্যই গ্রহণ করে ডায়েরীতে লিখতে হবে। নালিশটি FIR করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে। অনুমতি দিলে তদন্ত ক(ন। তখন নালিশটি FIR হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া তদন্ত করতে না পারলেও নালিশের সত্যতা সম্পর্কে এনকোয়ারী বা অনুসন্ধান করা যাবে। সাধারণ অপরাধ গু(তর অপরাধের রূপ নিলে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শু(করা উচিত। সাধারণ অপরাধের

নালিশটিকে FIR করতে হবে। প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যায়। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানাতে হবে ও FIR এর কপি পাঠাতে হবে।

(৬) খবর বা নালিশে যদি একাধিক ধারার মধ্যে অন্তত একটিও কগ্ বা গু(তর হয় বাকীগুলো নন্ কগ্ বা সাধারণ হয়, তবে নালিশটাকে কগ্ অপরাধ গণ্য করে FIR নিতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শু(করতে হবে দেরী না করে।

(৭) অপরাধ ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনার খবর পেলেও গ্রহণ করে ডায়েরীতে লিখতে হবে এবং অপরাধ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি(কে সতর্ক করে নোটিশ পাঠাতে হবে বা ডেকে পাঠানো যাবে। তবে যিনি খবর দিলেন তাঁর পরিচয় নিরাপত্তার খাতিরে না জানানোই ভালো।

(৮) নালিশের বিবরণ অনুযায়ী উপযুক্ত(ধারায় FIR নথীভুক্ত(করতে হয়। ইচ্ছেমতো ধারা বসিয়ে অপরাধকে গু(ত্বহীন করা বা জামিন অযোগ্য অপরাধকে জামিন যোগ্য করা বা কগ্ অপরাধকে নন্ কগ্ অপরাধ দেখানো বেআইনি।

(৯) তদন্ত চলাকালীন নালিশে দেয়া কিছু তথ্য মিথ্যা মনে হলেও তদন্ত বন্ধ করা ঠিক নয়। যদি কগ্ অপরাধ সত্যি ঘটে থাকে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। FIR ছাড়াও অন্য খবরের ভিত্তিতেও তদন্ত চলে।

পুলিশের নিজেরও (মতা আছে অন্য খবরের ভিত্তিতে তদন্ত করার। টেলিফোন বা অন্য মাধ্যমে পাওয়া খবর অসম্পূর্ণ হলে FIR করবেন না। তদন্ত চলাকালীন প্রয়োজনীয় তথ্য বা বয়ান পেলে তাকে FIR হিসেবে গ্রহণ ক(ন।

(১০) FIR নেওয়ার পর তদন্ত শু(হলে অভিযোগকারী নতুন কিছু ঘটনা FIR এ সংযোজন করতে চাইলে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ তা CrPc 162 ধারার পরিপন্থী।

(১১) গু(তর (কগ্) অপরাধের নালিশ যদি বেনামী হয় তখন্ই তদন্ত না করে সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রাথমিক তদন্ত করা যায়। সত্য হলেই FIR নথীভুক্ত(করে তদন্ত করা যায়। কিন্তু কগ্ অপরাধের নালিশে যদি খবর দাতার স্বা(র থাকে প্রাথমিক তদন্তের সুযোগ নেই। FIR করে নিয়ে তদন্ত শু(করাই আইনের নির্দেশ।

(১২) FIR গ্রহণ না করা ভারতীয় দণ্ডবিধির 177 ধারায় এবং ত্রিপুরা পুলিশ আইনের 88 ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং CrPc 154 ধারার আওতায় এলেই সব নালিশকে FIR করে তদন্ত শু(করাই নিয়ম।

উপরোক্ত(নির্দ্দেশ গুলো অমান্য করলে পুলিশ কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো যাবে। সাদা কাগজে অভিযোগটি লিখে পুলিশ কমিশনের চেয়ার পার্সনের কাছে পাঠানো যেতে পারে। ●

মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১